চুল মুবারকের ঘটনাবলী

28-September-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়ত করে নেবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, ঘুমানো, সাহরি বা ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা দম করা পানি পান করাও জায়েয নেই। তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত থাকে, তাহলে এসব কিছু সাময়িকভাবে জায়েয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়ত যেনো শুধুমাত্র পানাহার করা বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে- যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে তাকে ইতিকাফের নিয়ত করে নিতে হবে, কিছুক্ষণ **আল্লাহ**র যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে পানাহার করতে বা ঘুমাতে পারবে)

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি

দরুদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরুদ শরীফ আমার নিকট পৌঁছে যায়। **(মু'জামু কবীর, ৩/৮২, নাম্বার ২৭২৯০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চুল মুবারকের দিওয়ানা

বলখের এক ব্যবসায়ী ছিলো, যে অনেক সম্পদশালী ছিলো। দুনিয়াবী ধন সম্পদের পাশাপাশি তার নিকট এক অমূল্য রত্ন অর্থাৎ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি চুল মুবারক রক্ষিত ছিলো। ঐ ব্যবসায়ী ছিলেন দুই পুত্র সন্তানের পিতা। ব্যবসায়ীর ইন্তেকালের পর দুই ছেলে সমস্ত সম্পদ নিজেদের মধ্যে সমান সমান করে বণ্টন করে নিলো। কিন্তু

তাদের মধ্যে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়, সমস্যাটি হলো, তাদের কাছে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারক ছিলো ৩টি। সুতরাং বড় ছেলে ছোট ছেলেকে বললো, একটি চুল তুমি রাখো, আরেকটি আমি রাখবো আর তৃতীয়টি দুইভাগ করে নিবো। এইভাবে চুল মুবারকও বণ্টন হয়ে যাবে।

ব্যবসায়ীর ছোট ছেলে আশিকে রাসূল ছিলো, অস্থির হয়ে বললো, আমি কখনো এটা মেনে নিবো না যে **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারককে দুই টুকরো করা হবে। বড় ছেলে যার দুনিয়াবী সম্পদের লালসা ছিলো, সে বললো, যদি তোমার চুল মুবারকের প্রতি এতই ভালবাসা থাকে নিজের ভাগের সমস্ত সম্পদ আমাকে দিয়ে দাও আর চুল মুবারক তিনটি তুমি নিয়ে নাও।

একজন সত্যিকার আশিকের আর কি প্রয়োজন?

ছোট ছেলে তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব গ্রহণ করে নিজের সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়ে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারক নিয়ে নিলো। এরপর ছোট ছেলে চুল মুবারক নিয়ে আলাদা থাকতে শুরু করলো। তার কাছে যদিও দুনিয়াবী সম্পদ ছিলো না কিন্তু তার নিকট অমূল্য রত্ন বিদ্যমান ছিলো।

সে প্রতিদিন খুবই ভক্তি সহকারে চুল মুবারকের যিয়ারত করতো আর অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করতো। একসময় ছোট ছেলেটি একটা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করলো। চুল মুবারকের প্রথম বরকত হিসেবে তার সম্পদ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলো। অন্যদিকে বড় ছেলে চুল মুবারকের বিনিময়ে যে সম্পদ গ্রহণ করেছিলো তা কমতে শুরু করলো।

www.dawateislami.net

এইভাবে সময় অতিবাহিত হতে লাগলো। একপর্যায়ে ঐ আশিকে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, যে চুল মুবারকের খাতিরে দুনিয়ার দৌলতকে অবহেলা করেছিলো অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ছোট ছেলে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো।

তাঁর ইন্তিকালের পর ঐ যুগের এক বুযুর্গ স্বপ্নে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভ করলেন। **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে ইরশাদ করলেন, "লোকদের বলো, কারো কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তবে সে যেন ঐ ব্যবসায়ী ছোট ছেলের কবরে যায় আর প্রয়োজন পূরণের জন্য দোয়া করে। তার প্রয়োজন পূরণ করা হবে। "

এভাবে ঐ মহান আশিকে রাসূলের মাযার বড় মহত্বপূর্ণ হয়ে গেলো। লোকেরা দলে দলে সেখানে আসা যাওয়া শুরু করলো এবং নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে লাগলো।

ঐ মহান আশিকে রাসূলের চুল মুবারকের প্রতি আদব প্রদর্শনের এই ফলাফল হলো যে, বড় বড় লোকেরা তার মাযারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের বাহন থেকে নেমে যেতো এবং আদব রক্ষা করে মাযারে পাকের পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে স্থানটি অতিক্রম করতো।

(যিকরে জামীল, ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ الله! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা,** আপনারা শুনলেন যে আমাদের **আক্বা ও মাওলা প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারকেরও কেমন শান! হে **আল্লাহ পাক,** ঐ বরকত সম্পন্ন মাযার শরীফের সদকায় আমাদেরকেও ইশকে রাসূলের নিয়ামত দ্বারা ধন্য করুন। আহ! আমরা গুনাহগারদেরও যদি চুল মুবারকের যিয়ারত ও বরকত নসীব হতো।

কুরআনে করীমে চুল মুবারকের উল্লেখ

পারা: ৩০, সূরা দোহা, আয়াত: ১-২ এ **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন,

وَالضُّحٰى ۙ﴿۱﴾ وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿۲﴾

(পারা ৩০, সূরা দোহা, আয়াত ১-২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: চাশতের শপথ, এবং শপথ রাতের, যখন তা পর্দা আবৃত করে।

যখন সূর্য উদিত হয়ে উপরে উঠে যায়, এটা চাশতের সময়। এটা ঐ সময় যখন **আল্লাহ পাক** হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام কে তাঁর সাথে কথা বলার তাওফিক দান করেছিলেন। এই সময় ফিরআউনের আহবানকৃত যাদুকর হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর কালিমা পাঠ করে **আল্লাহ পাকে**র নিকট সিজদায় অবনত হয়েছিলো। কতিপয় মুফাসসিরে কেরাম বলেন, এই আয়াতে চাশত দ্বারা **আল্লাহ পাকে**র **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নুরের দিকে ইশারা করা হয়েছে এবং রাত দ্বারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুগন্ধিময় চুলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

(তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, পারা: ৩০, সূরা দোহা, ১-২নং আয়াতের পাদটিকা, ১১০৮ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ এই অবস্থায় আয়াতে করীমার অর্থ হবে, **হে মাহবুব** (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم), আপনার উজ্জল চেহারার এবং আপনার চুল মুবারকের শপথ। যখন আপনি ঐ সুন্দর চেহারার উপর পর্দা রাখেন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলে পাকের চুল মুবারক কেমন ছিলো ?

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা মাথা মুবারকে পূর্ণ চুল রাখতেন (অর্থাৎ এমন কখনো হতো না যে, কোথাও কেটে ফেললেন আর কোথাও রেখে দিলেন। চুল রাখলে পুরো মাথায় রাখতেন নয়তো পুরো মাথা মুন্ডন করতেন)।

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারক কখনো অর্ধ কান পর্যন্ত হতো, কখনো কান মুবারকের লতি পর্যন্ত আবার কখনো বড় হয়ে কাঁধ মুবারক চুম্বন করতো।

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারক না কোঁকড়ানো ছিলো আর না একদম সোজা বরং এই দু'টি অবস্থার মাঝামাঝি ছিলো। **(সিরাতে মুস্তফা, ৫৬৭ পৃষ্ঠা)**

বাবরি চুল রাখা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা মাথা মুবারকে বাবরি চুল রাখতেন। ইহরামের অবস্থা ব্যতীত চুল ছোট বা মুন্ডানোর কোনো প্রমাণ নেই। আহ! আমরা গোলামদেরও যদি সুন্নাতের অনুসরণে বাবরি চুল রাখা নসীব হতো। আহ! বর্তমানে চুলের আশ্চর্যজনক কাটছাট প্রচলিত হয়েছে। অনেকে তো এমন অপদার্থ যে, তারা মহিলাদের মতো কাঁধের নিচ পর্যন্ত লম্বা লম্বা চুল রাখে। আবার অনেকে এমনও রয়েছে, যারা চুলে কাটছাট করে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন বানিয়ে থাকে। এখন তো মূর্খতা এমনভাবে

বেড়ে গেছে যে, অনেক ফ্যাশনপ্রেমিরা মহিলাদের ন্যায় লম্বা চুল রাখছে। অতঃপর ঝুঁটি বানিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

পুরুষেরা ঝুঁটি রাখা কি জায়িয নাকি জায়িয নয়?

মালফুযাতে আ'লা হযরতে সায়্যিদী আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে প্রশ্ন করা হলো "পুরুষের চুলে ঝুঁটি রাখা কি জায়িয নাকি জায়িয নেই?" আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন, " হারাম।" হাদীসে পাকে রয়েছে, **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, لَعَنَ اللهُ الۡمُتَشَبِّهِيۡنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالۡمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** অভিশাপ এমন পুরুষদের উপর যারা মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে। আর এমন মহিলাদের উপরও অভিশাপ যারা পুরুষের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/৭২৭, হাদীস: ৩১৫১)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশে লিখেন, (১) পুরুষের জন্য এটা জায়িয নেই যে, মহিলাদের মতো চুল বৃদ্ধি করবে। অনেক সুফী বেশধারী লোক লম্বা লম্বা ঝুঁটি বানিয়ে থাকেন, যা বুকের উপর সাঁপের মতো ঝুলে থাকে। এটা নাজায়িয ও শরীয়তের পরিপন্থী। চুল লম্বা করা ও বিভিন্ন রংয়ের কাপড় পরিধান করার নাম তাসাউফ নয়। বরং **রাসূলে খোদা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিপূর্ণ অনুসরণ ও নফসের চাহিদাকে নিঃশেষ করার নাম হলো তাসাউফ । (২) তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র মাথায় চুল রেখে গর্দানের চুল মুন্ডানো মাকরুহ। (৩) আজকাল মাথায় হুড রাখার প্রচলন বেড়ে গেছে এমনভাবে যে, লোকেরা চারিদিকের চুল খুবই ছোট ছোট আর

মাঝখানের চুলগুলো বড় করে রাখে। এটি অমুসলিমদের অনুসরণ করা হচ্ছে, যা নাজায়িয। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৮৭, ১৬তম অংশ)**

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা নসীব করুন।

আহ! আমরা **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর যদি আমলকারী হয়ে যেতাম। আমাদের চুল, পোশাক, চলা-ফেরা, উঠা-বসা সবকিছু সুন্নাত অনুযায়ী হয়ে যেতো।

চুল মুবারক বণ্টন করে দাও

বিদায় হজ্বের সময় হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিনা শরীফে তাশরিফ নিয়ে আসলেন। জামারাতুল উকবায় কংকর নিক্ষেপ করার পর কুরবানী করে নিজের স্থানে তাশরিফ আনলেন। অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নাপিতকে ডাকলেন আর আপন মাথা মুবারকের ডান দিক থেকে চুল মুবারক মুন্ডালেন এবং হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে তা দান করলেন। এরপর অন্তরের দিকের (অর্থাৎ বাম দিকের) চুল মুবারক মুন্ডালেন আর তাও হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে দান করে দিলেন আর ইরশাদ করলেন, এসব চুলগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করে দাও।

(মুসলিম, ৪৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩০৫)

চুল মুবারক বণ্টন কেন করলেন?

আল্লামা যুরক্বানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের চুল মুবারক সাহাবায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে এজন্য বণ্টন করেছেন যাতে সেগুলো তাঁদের মধ্যে বরকত স্বরূপ ও স্মৃতি হিসেবে

থাকে। আর এর দ্বারা **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওফাতের নিকটবর্তী সময়ের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন।

(শরহে যুরক্বানী আলাল মাওয়াহিব, ১১/৪৩৭)

سُبْحٰنَ اللهُ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এ হতে আমরা ২টি মাদানী ফুল শিখতে পারি: (১) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে অদৃশ্যে বিষয় সম্পর্কে জানতেন এবং নিজের ওফাত শরীফের সময়ও জানতেন।

এজন্য **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদায় হজ্বে উম্মতের প্রতি বিশেষ দয়া করেছেন এবং নিজের স্মৃতিচারণের উপকরণও দান করেছেন।

ওফাতের সময় কি জানা যায়?

কুরআনে করীমে যা ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌۢ بِاَیِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ

(পারা ২১, সূরা লোকমান, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং কেউ জানেনা কোন ভূ-খন্ডে মৃত্যুবরণ করবে।

এর অর্থ হলো **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া ব্যতীত কেউ স্বয়ং নিজের মৃত্যুর সময় এবং স্থান সম্পর্কে জানতে পারে না। হ্যাঁ! **আল্লাহ পাক** কাউকে এই বিষয়ে জানিয়ে দিতে চাইলে নিশ্চয় তিনি এর ক্ষমতা রাখেন। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে যতোটুকু ইচ্ছা অদৃশ্যের সংবাদ জানিয়ে থাকেন।

যেমন; কুরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে;

عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖۤ اَحَدًا ۙ﴿۲۶﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ

(পারা ২৯, সূরা জ্বীন, আয়াত ২৬-২৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ অদৃশ্যের জ্ঞাত। সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর কাউকে তিনি ক্ষমতাবান করেন না, আপন মনোনীত রাসূলগণ ব্যতীত।

বোঝা গেলো, **আল্লাহ পাকই** অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত এবং তিনি তাঁর মনোনীত রাসূলদেরকেও অদৃশ্যের জ্ঞান দান করে থাকেন।

বাকী রইলো, মৃত্যুর সময় জেনে নেয়া

এ তো মায়ের পেটে তাকদির লেখক ফেরেশতাও জানে যে, কে কখন আর কোথায় মরবে।

জি হ্যাঁ! হাদীসে পাকে রয়েছে: হযরত মাসউদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই মাতৃগর্ভে ৪০ দিন পর্যন্ত শুক্রাণু হিসেবে থাকে এরপর ৪০ দিন জমাট বাধা রক্ত, অতঃপর ৪০ দিন মাংসপিণ্ড আকারে। এরপর **আল্লাহ পাক** একজন ফেরেশতাকে ৪টি বিষয় বলে প্রেরণ করেন।

তখন ঐ ফেরেশতা তার আমল, তার মৃত্যু, তার রিযিক এবং তার দূর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য সবকিছু লিপিবদ্ধ করে দেন। এরপর এতে রুহ সঞ্চারণ করা হয়। তো তাঁর শপথ যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তোমাদের মধ্যে অনেকে জান্নাতীদের কাজ করতে থাকে এমনকি তার এবং জান্নাতের মাঝখানে শুধুমাত্র এক হাত দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। হঠাৎ তাকদিরের লিখনী তার সামনে এসে যায় আর দোযখীদের কাজ করে বসে অতঃপর সেখানেই পৌঁছে যায়। তোমাদের মধ্যে অনেকে দোযখীদের কাজ করে থাকে, এমনকি তার এবং দোযখের মাঝখানে শুধুমাত্র এক হাত

দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। হঠাৎ তাকদিরের লিখনী তার সামনে এসে যায় আর সে জান্নাতীদের কাজ করে অতঃপর এতে প্রবেশ করে।

(বুখারী, ৮২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২০৮)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْئَلُکَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ بِغَیْرِ حِسَاب

তাবারুকের উৎসাহ

(২): **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চুল মুবারক বণ্টন করেছেন। এ থেকে দ্বিতীয় মাদানী ফুল এটা শিখতে পারলাম যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বয়ং এই বিষয়টি পছন্দ করতেন যে, উম্মতেরা আপন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক তাবারুক স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করবে এবং এর থেকে বরকত অর্জন করবে। এজন্য সাহাবায়ে কেরামদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم নিকট বরকত ও স্মৃতি হিসেবে নিজের চুল মুবারক বণ্টন করেছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাহাবায়ে কেরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই তাবাররুক সমূহের প্রতি খুবই গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

তাঁরা এগুলো যত্ন ও আদব সহকারে সংরক্ষিত রেখেছেন

তাঁরা সেগুলো থেকে বরকত অর্জন করলেন। অতঃপর তাঁদের থেকে ঐ চুল মুবারক পরবর্তীদের নিকট হস্তান্তরিত হলো। সেই চুল মুবারক এক বংশ থেকে অন্য বংশে হস্তান্তরিত হলো। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজও অনেক আশিকানে রাসূলের নিকট তা সংরক্ষিত রয়েছে।

চুল মুবারক হাতে নিয়ে ফেললেন

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার সাফা ও মারওয়া ভ্রমন করছিলেন তখন দাড়ি মুবারক থেকে একটি দাড়ি পৃথক হয়ে নিচের দিকে তাশরিফ নিচ্ছিলো। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দ্রুত সামনে অগ্রসর হলেন এবং মাটিতে পৌঁছার আগেই দাড়ি মুবারকটি নিজের হাতে নিয়ে ফেললেন।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে দোয়া দিতে গিয়ে ইরশাদ করলেন, **আল্লাহ পাক** তোমার থেকে প্রত্যেক ধরনের অপছন্দনীয় বিষয় দূর করে দিন। **(মু'জামে কবীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা: ৬২, হাদীস: ৩৯৪২)**

সাহাবায়ে কেরামগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ হলেন ঈমানের মানদণ্ড

হে আশিকানে রাসূল, চিন্তা করে দেখুন। তাঁরা হলেন ঐ সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ যাঁদেরকে কুরআনে মজিদ ঈমানের মানদণ্ড বলে আখ্যায়িত করেছে।

ইরশাদ হচ্ছে,

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১৩৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তারাও যদি এভাবে ঈমান আনতো, যেমন তোমরা এনেছো, তবেই তো তারা হিদায়াত পেয়ে যেত।

প্রতীয়মান হলো; সাহাবায়ে কেরামদের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ ঈমানের ধরন আমাদের জন্য পথনির্দেশ, যেমন সাহাবায়ে কেরামগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ ছিলেন, আমরাও যদি সেরকম ঈমান আনয়ন করি, তবে হিদায়াত পাবো।

ভালোবাসা দলিলের মুখাপেক্ষী নয়, তবে শরীয়ত অনুযায়ী হতে হবে

এখন একটু হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আমল মুবারক দেখুন। তিনি একবার চুল মুবারককে মাটিতে পড়তে দেখে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়ে তা হাতে নিয়ে নেন। এটা এই বিষয়ে দলিল যে, ভালোবাসা দলিলের মুখাপেক্ষী নয়। তবে হ্যাঁ, শরীয়তের অনুসরণ প্রয়োজন। দেখুন, চুল মুকাদ্দস (অর্থাৎ চুল মুবারক) মাটিতে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচানো কোন আয়াত বা হাদীসের হুকুম নয়। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে এই আমলটি করেছেন, **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেটাকে নিষেধ করেননি বরং কল্যাণের দোয়া করেছেন। অন্যদিকে সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ যখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সিজদা করার অনুমতি চাইলেন তখন তিনি সেটাকে নিষেধ করেছেন। **(শরহুয যুরক্বানী আলাল মাওয়াহিব, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৫৪০)**

এ থেকে বোঝা গেলো, প্রতিটি ঐ আমল যা ইশকে রাসূলের বর্হিপ্রকাশ করে এবং শরীয়তের সীমারেখার বাইরে না যায়- তা জায়িয ও ভালো বরং **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির উপায়।

সুতরাং মিলাদের মাসে ঘর সাজানো, পতাকা লাগানো, আলোকসজ্জা করা, মিলাদ উদযাপন করা, লঙ্গর করা, গরীবদের খাবার খাওয়ানো, মাহফিল করা, জুলুসে যাওয়াও পরিপূর্ণভাবে জায়িয। কেননা আশিকানে রাসূল মিলাদ শরীফের খুশিতে এসবকিছু ইশকে রাসূলের

কারণেই করে থাকে এবং এই বিষয়গুলো শরীয়তের পরিপন্থীও নয়। সুতরাং এটাকে নাজায়িয ও বিদআত কিভাবে বলা যেতে পারে ?

প্রতিটি রোগের অনন্য ঔষধ

হুদায়বিয়া নামক স্থানে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চুল মুণ্ডিয়ে সমস্ত চুল একটি বৃক্ষে রাখলেন। সাহাবায়ে কেরামগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ ঐ বৃক্ষের নিচে একত্রিত হয়ে গেলেন এবং পর্যায়ক্রমে তাঁরা সেই চুল মুবারক একে অপরের থেকে নিতে লাগলেন। হযরত উম্মে আম্মারা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন, ঐসময় আমিও কিছু চুল সংগ্রহ করেছিলাম। **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যাহিরী ওফাতের পর যখন কেউ রোগাক্রান্ত হতো, তখন আমি ঐ মুবারক চুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে রোগীকে পান করাতাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ঐ চুল মুবারকের বরকতে **আল্লাহ পাক** রোগাক্রান্তকে আরোগ্য দান করতেন।

(মাদারিজুন নবুয়ত, ২১৭ পৃষ্ঠা)

চুল মুবারকের যিয়ারত করার সৌভাগ্য হয়েছে

হযরত ওসমান বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, মুসলমানদের মা হযরত উম্মে সালমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট চুল মুবারক রক্ষিত ছিলো। তিনি সেগুলোকে রুপার বক্সে অত্যন্ত আদব সহকারে রেখেছিলেন। যখন কারো বদনজর লাগতো তখন তাকে হযরত উম্মে সালমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হতো। হযরত উম্মে সালমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا চুল মুবারক বের করতেন, সেগুলো পানিতে ডুবাতেন এবং রোগীকে পান করাতেন। (এতে রোগীর আরোগ্য নসীব হতো)।

www.dawateislami.net

হযরত ওসমান বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, একবার পরিবারের লোকেরা আমাকেও হযরত উম্মে সালমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নিকট পাঠালেন, আমি রুপার বক্সে উঁকি মারলাম তো কয়েকটি লাল চুল দেখলাম।

(বুখারী, ১৪৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৯৬)

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে মুবারকার ব্যাখ্যায় বলেন, চুলের এই লাল রং কলপের কারণে ছিলো না বরং সেই চুলগুলো সুগন্ধির মধ্যে রাখা হয়েছিলো, এই রঙ সেই সুগন্ধির রঙ ছিলো। এই হাদীসব শরীফ দ্বারা কিছু উপকার সাধিত হয়েছে, (১): একটি হলো সাহাবায়ে কেরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারক বরকতের জন্য নিজেদের ঘরে রাখতেন। (২): দ্বিতীয় উপকার হলো যে, ঐ চুল মুবারকরে খুবই আদব ও সম্মান করতেন, এজন্য বিশেষ বক্স বানাতেন এবং এতে সুগন্ধি লাগাতেন। (৩): তৃতীয়ত, সাহাবায়ে কেরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারককে বিপদ দূরকারী, আরোগ্য লাভের উপায় মনে করতেন। তাইতো সেগুলোকে পানিতে গোসল দিয়ে শিফার জন্য পান করতেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৪৮)**

তাবারুকের মাধ্যমে আরোগ্যের দলিল

কুরআনে করীমে রয়েছে, হযরত ইউসুফ عَلَیۡہِ السَّلَام এর সম্মানিত পিতা, হযরত ইয়াকুব عَلَیۡہِ السَّلَام মুবারক দৃষ্টিশক্তি কমে এলে হযরত ইউসুফ عَلَیۡہِ السَّلَام তাঁর ভাইদেরকে বললেন,

اِذۡهَبُوۡا بِقَمِیۡصِیۡ هٰذَا

(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার এই জামা নিয়ে যাও।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ চিন্তার বিষয়। যখন হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর দেহ মুবারকের সাথে অস্থায়ীভাবে স্পর্শ হওয়া কাপড় আরোগ্য লাভের উপায় হয়, তখন হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এরও **আক্বা, তাজেদারে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেহ মুবারকের সাথে সংযুক্ত, দেহের অংশ হয়ে থাকা চুল মুবারক কিভাবে আরোগ্য লাভের উপায় হবে না?

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এর চুল মুবারকের প্রতি ভালোবাসা

মহান আশিকে রাসূল হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর নিকট **রাসূলে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি চুল মুবারক ছিলো। তিনি চুল মুবারককে কখনো নিজের ঠোঁট লাগিয়ে চুমু খেতেন, কখনো চোখের উপর রাখতেন এবং অসুস্থ অবস্থায় চুল মুবারক পানিতে চুবিয়ে ধৌত করা পানি পান করতেন আর আরোগ্য লাভ করতেন।

(সিয়রে আলামুন নুবালা, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৪৫৭)

তোমরা সর্বদা সফল হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারক শুধুমাত্র আরোগ্যের উপলক্ষ্য নয়, বিপদ দূরকারীও। প্রসিদ্ধ সাহাবি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন, বিদায় হজ্বের সময় **রাসূলে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চুল মুণ্ডন করালেন। তখন আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারকের মধ্য হতে কিছু চুল নিজের নিকট রাখলাম। **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন, مَا تَصْنَعُ بِهٖ لَا ءِ يَا خَالِدُ হে খালিদ, তুমি এই চুলগুলো দিয়ে কি করবে? আমি আরয করলাম, اَتَبَرَّكُ بِهَا يَا رَسُوْلَ الله وَاسْتَعِيْنُ بِهَا عَلَى الْقِتَالِ قِتَالَ اَعْدَائِیْ **ইয়া রাসূলাল্লাহ**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আমি এই চুল মুবারক তাবারুক হিসেবে নিজের কাছে রাখবো এবং যুদ্ধের মধ্যে এর দ্বারা সাহায্য অর্জন করবো। এটা শুনে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুবারক ভক্তির উপর নববী মোহর লাগিয়ে দিয়ে ইরশাদ করলেন, لَا تَزَالُ مَنْصُوْراً مَا دَامَتْ مَعَكَ অর্থাৎ খালিদ, যতক্ষণ পর্যন্ত এই চুল তোমার নিকট থাকবে, এর বরকতে তুমি সর্বদা বিজয়ী হবে।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, তখন থেকে আমি চুল মুবারক নিজের টুপির ভেতরে সংরক্ষণ করে নিয়েছি। আমি যখনই শত্রুদের মোকাবেলায় যেতাম তখন চুল মুবারকের বরকতে শত্রুরা সর্বদা পরাজিত হতো। **(ফতোহুশ শাম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৫৮)**

তাবাররুক সম্পর্কে দলিল চাওয়া কেমন?

سُبْحٰنَ الله! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন যে, চুল মুবারকের কেমন মহান বরকত রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজও অনেক আশিকের নিকট চুল মুবারক রয়েছে, তারা তা মাঝে মাঝে যিয়ারতও করাতে থাকেন। যখনই সুযোগ হয়, চেষ্টা করে যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করা উচিত। যদিওবা কিছুক্ষণের জন্য লাইনে অপেক্ষা করতে হয় তো কোন সমস্যা নেই, বিশ্বাস করুন! যদি চুল মুবারকের একটি ঝলক দেখে নেয়া যায়, তবে তার জন্য মানুষ সারা দুনিয়ার সকল সম্পদও ব্যয় করে দেয় তবে তাও কম হবে। কিছু বিবেকহীন লোক এই ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তুলে থাকে, এসব মূর্খরা নিজেরাও বঞ্চিত থাকে আর অন্যদেরও মানসিকতা নষ্ট করে দেয়।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এরূপ মূর্খদের থেকে রক্ষা করুক।

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন (সারাংশ), এটা সত্য যে, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লাঠি মুবারক থেকে তাবারুক **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগ ও সাহাবায়ে কেরামদের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ যুগ থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত প্রচলন রয়েছে আর তা পছন্দনীয় ও মুস্তাহাব হওয়ার উপর মুসলমানদের ঐক্যমত রয়েছে। এমন জায়গায় (অর্থাৎ তাবাররুকের ক্ষেত্রে) নিশ্চিত প্রমাণের কোনই প্রয়োজন নেই। এর অনুসন্ধানের পেছনে পড়া এবং অনুসন্ধান ব্যতীত তাবাররুকের সম্মান করা থেকে বিরত থাকা, মহা বঞ্চনা, দূর্ভাগ্যের বিষয়। ইমামগণ শুধুমাত্র **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নামে কোন জিনিসের প্রসিদ্ধ হওয়াই সেটার সম্মানের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ৪১৪ - ৪১৫)** যেমনটি ইমাম কাযী আয়ায মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, যেই বস্তু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নামে প্রসিদ্ধ, সেটার সম্মান করাও **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মানের অন্তর্ভূক্ত। **(কিতাবুশ শিফা বিতা'রিফ হুকুকুল মুস্তফা, অংশ: ২, পৃষ্ঠা: ৪৭)**

চুল মুবারক সম্পর্কিত চমৎকার আলোচনা

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, একবার কোন এক জায়গায় চুল মুবারকের যিয়ারতের মাহফিল ছিলো। লোকেরা যিয়ারত করছিলো, হঠাৎ ওখানে এক যুবক দাঁড়িয়ে গেল, সে উপস্থিত লোকদের বলতে লাগলো, কি প্রমাণ আছে যে এটি **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল? এ ব্যাপারে অনেক চিল্লাচিল্লি কথা

কাটাকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত এলাকাবাসীরা ঐ যুবককে নিয়ে আমার নিকট দারুল উলুমে চলে আসলো। ঐ যুবক খুবই সাহসিকতার সহিত আমার সাথে আলাপ শুরু করলো। সে আমাকে এটা বললো যে, আপনি প্রমাণ করুন, অমুক জায়গায় যেই চুল মুবারক রয়েছে, তা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারক। সেটার কি কোন প্রমাণ আছে? আমি তাকে অত্যন্ত নম্রতা ও আন্তরিকতার সহিত জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি? বললো, আব্দুল কাদির। এরপর আমি বললাম, তোমার পিতার নাম কি? বললো, আব্দুল্লাহ। আমি এক মিনিট চুপ রইলাম। অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি আব্দুল্লাহর ছেলে? সে বললো, জি হ্যাঁ। আমি পুনরায় এক মিনিট নিরব রইলাম, এরপর জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি আব্দুল্লাহর পুত্র? আমার এই প্রশ্নে সে রেগে গিয়ে চিৎকার করে বললো, আপনি কি আমাকে বার বার এই প্রশ্নটিই করতে থাকবেন? হ্যাঁ আমি আব্দুল্লাহর ছেলে। আমি চুপ রইলাম। যখন তার রাগ তীব্র হয়ে গেলো তো আমি বললাম, আমি মানি না যে, তুমি আব্দুল্লাহর ছেলে। তোমার কাছে এমন কি প্রমাণ আছে যে, তুমি আব্দুল্লাহর ছেলে? যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এটার প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবে না, আমি কখনো তোমাকে আব্দুল্লাহর ছেলে হিসেবে মানতে পারবো না।

এটা শুনে সে চুপ হয়ে গেলো। এখন আমি বললাম, কথা বলছো না কেন? কোন প্রমাণ আছে কি যে, তুমি আব্দুল্লাহর ছেলে? এইবারও সে চুপ রইলো কিন্তু তার মন খারাপ হয়ে গেলো। যখন অনুভব করলাম যে, সে কোন উত্তর দিতে পাচ্ছে না, তখন আমি নিজেই বললাম, ভাই! এটা ব্যতীত তোমার কাছে আর কি প্রমাণ আছে যে, তোমার মা বলেছে তুমি

আব্দুল্লাহরই ছেলে? তোমার মা ছাড়া তুমি আব্দুল্লাহর ছেলে হওয়ার ব্যাপারে দুনিয়াতে না কোন সাক্ষী আর না কোন প্রমাণ আছে।কিন্তু শুধুমাত্র নিজের মায়ের কথার উপর ভিত্তি করে আব্দুল্লাহ তোমার বাবা হওয়ার ব্যাপারে এতো দৃঢ় আস্থা রাখছো যে, খানায়ে কাবার ভিতর মাথায় কুরআন রেখেও তুমি এটা বলবে যে, আমি আব্দুল্লাহর ছেলে। তাহলে প্রিয়! শুধুমাত্র একজন মহিলা বলে দেয়াতে তুমি মেনে নিয়েছো আর বিশ্বাস করে নিয়েছো যে, তোমার বাবা আব্দুল্লাহ। আজ শত শত বছর ধরে হাজারো, লাখো মানুষ এটা বলে আসছে যে, এই চুল মুবারক **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই চুল শরীফ, তাহলে যদি আমরা এই বিষয়টি বিশ্বাস করি নিই তবে এতে মতবিরোধ কিসের?

আমার এই আন্তরিক কথাবার্তা শুনে সে এমনভাবে প্রভাবিত **(Impress)** হলো যে, কান্না করে দিলো। এমনকি সে আমার হাঁটুতে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো আর বললো, হুযুর! আমি তাওবা করছি, এখন থেকে আর কখনো এই পবিত্র চুল মুবারকের অবমাননা করবো না আর আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি যে, হাজারো লাখো মুসলমানের কথা মিথ্যা ও ভুল হতে পারে না।

এরপর সেই যুবক বলতে লাগলো, হুযুর! আমার হৃদয়ে একটি সন্দেহ রয়েছে যেটা আমাকে কাটার মতো আঘাত করছে এই ব্যাপারেও কিছু বলুন, বলতে লাগলো, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে প্রায় সাড়ে ১৩ শত বছরের অধিক হয়ে গেছে এতো দীর্ঘ সময় চুল তো দূরের কথা কোন হাঁড়ও তো আসল অবস্থায় মজুদ থাকতে পারে না। কোন চুল কি সাড়ে ১৩ শত বছর পর্যন্ত পঁচে গলে যাওয়া

ব্যতীত নিজস্ব অবস্থায় নিখুঁত থাকতে পারে? আমি বললাম, পুত্র! তুমি একদম ঠিক বলেছো। আমার আর তোমার চুল সাড়ে ১৩ শত বছর তো দূরের কথা ২ বছরও এই অবস্থায় টিকে থাকতে পারে না কিন্তু **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হলো, اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُّرْزَقُ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** নবীদের খাওয়াকে জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। **আল্লাহ পাকে**র সকল নবী জীবিত এবং তাঁদেরকে রিযিক দেয়া হয়। **(ইবনে মাজাহ, ২৬৩ পৃষ্ঠা,হাদীস:১৬৩৭)**

এই হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জীবিত রয়েছেন, সুতরাং তাঁদের দেহ পচে গলে যাওয়া অসম্ভব এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল শরীফ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেহের একটি অঙ্গ। তাই **আল্লাহ পাক হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই চুলকেও এই ফযীলত দান করেছেন যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেহ মুবারকের ন্যায় কখনো পচে গলে যেতে পারে না।

এটা শুনে ঐ যুবক পুনরায় কাঁদতে লাগলো আর বললো, **আল্লাহ পাকে**র শপথ! আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেছে আর আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি যে, এই চুল মুবারক আসল। আমি **আল্লাহ পাকে**র কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, লোকেরাও অনেক খুশি হলো এবং ঐ যুবকও সত্যিকার আশিকে রাসূল হয়ে গেলো। **(মুনতাহাব হাদীস, ১৯৫ - ১৯৮ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই ঘটনার মধ্যে শেখার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যেই যুবকের অন্তরে চুল মুবারকের ব্যাপারে একটু উদ্বেগ ছিলো, যে বারবার দলিল চাইছিলো। তার উদ্বেগ এবং তার প্রশ্নের

উত্তরের জন্য লোক সেই যুগের প্রকৃত আশিকে রাসূল, হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে নিয়ে গেলেন। ঐসব লোকদের জানা ছিলো যে, ঐ যুবকের রোগের চিকিৎসা কোথায় হবে? এরপর দেখুন, হযরতও ইলমে দ্বীনের নুর দ্বারা খুবই হিকমতপূর্ণ পদ্ধতিতে ঐ যুবককে বুঝালেন। যার বরকতে সে বুঝে গেল এবং নিজের ভুলের জন্য লজ্জিতও হয়ে তাওবা করলো। যদি আমাদেরও কখনো এরকম বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়, তবে আমরা নিজেরা যেন বিভ্রান্ত না হই। আর না এমন কারো নিকট এমন লোকেদের পাঠাবো, যে আগে থেকে বদ আকিদা সম্পন্ন, বে-আদবে রাসূল। বরং এক্ষেত্রে বিভ্রান্ত দূরকারী কোন বিশুদ্ধ আকিদা সম্পন্ন আশিকে রাসূল মুফতি সাহেব অথবা আলিমে দ্বীনের খেদমতে উপস্থিত হয়ে যান।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আদব সম্পন্ন বানিয়ে দিন, আদব সম্পন্ন রাখুন। আহ! আমরা বিবেকের ঘোড়াকে না বাগিয়ে ব্যস যেনো প্রেমিক বান্দা হয়ে যেতাম। **আল্লাহ পাক** এসব রাসূল প্রেমিকদের সদকায় আমাদেরকেও ইশকে রাসূলের দৌলত নসীব করুক।

নেক আমল নাম্বার ৩২ এর উৎসাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমান এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী হৃদয়ে রাসূল প্রেম জাগ্রত করা, নেকীর দাওয়াত দেয়া ও নেককার নামাযী বানানোর চেষ্টায় রত রয়েছে।

আপনিও দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। সাব-ইউনিটের ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন।

মাদানী কাফেলায় সফর ও নেক আমলের উপর আমল করুন। اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য বরকত নসীব হবে।

হে আশিকানে রাসূল, যে ব্যক্তি আশিকানে রাসূল হয়ে থাকে সে আপন **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমলকারী হয়ে থাকে। আর সে কেমন আশিক, যে আশিকে রাসূল হওয়ার দাবী করে অথচ সুন্নাতের উপর আমল করে না?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে নেককার নামাযী ও সুন্নাতের অনুসারী বানাতে **"৭২টি নেক আমল"** দান করেছেন এই **"৭২টি নেক আমল"** এর মধ্যে একটি, নেক আমল নাম্বার ৩২ হলো: আপনি কি আজ যোহরের চার রাকাত পূর্বের সুন্নাত ফরযের পূর্বে আদায় করেছেন?

অনেক লোক সুন্নাতের ক্ষেত্রে অলস হয়ে থাকে। সুতরাং নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে আমরা সুন্নাতে উপর আমলকারী হয়ে যাবো। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সুন্নাতের উপর আমলকারী বানিয়ে দিন। اٰمِين

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিসওয়াকের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে মিসওয়াকের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি।

প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: * মিসওয়াক করে দুই রাকাত নামায আদায় করা মিসওয়াক করা ব্যতীত ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম। **(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮)** * মিসওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। কেননা তা মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির মাধ্যম। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৮৬৯)** * হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, মিসওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে, এগুলো হলোঃ মিসওয়াক মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি শক্তিশালী করে, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরণ হয়, ফেরেশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্ট হন।

ঘোষণা

মিসওয়াকের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতী হালকায় বয়ান করা হবে অতএব এগুলো জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net